সূচিপত্র

অবতরণিকা ⁞ ০৭

লেখকের ভূমিকা ⁞ ২১

আল-ইহদা ⁞ ২৩

যাদের ভালোবাসা চির অটুট থাকবে ⁞ ২৫

নববি দীপাধার থেকে সুসংবাদ ⁞ ২৭

নববি দীপাধার থেকে কিছু নির্দেশনা ⁞ ৪৬

সালাফে সালিহিন থেকে সুসংবাদ ⁞ ৫৩

কিছু মূল্যবান উপদেশ ⁞ ৫৫

সাহাবায়ে কিরামের প্রতি নবিজি ﷺ-এর ভালোবাসা ⁞ ৬৪

নবিজির প্রতি সাহাবিদের ভালোবাসা ⁞ ৭৬

সাহাবায়ে কিরামের মাঝে আল্লাহর জন্য ভালোবাসা ⁞ ৯৮

তাবিয়িন ও সালাফে সালিহিনের নিকট আল্লাহর জন্য ভালোবাসা ⁞ ১০৭

রব্বুল আলামিনের জন্য পরস্পরকে মহব্বতকারীদের চমৎকার কিছু ঘটনা ⋮ ১১৪
আল্লাহর জন্য ভালোবাসার আরও কিছু কথা ⋮ ১২১
শেষকথা ⋮ ১৩২

অবতরণিকা

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد

আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের মাঝে আল্লাহর জন্যই সৌহার্দ্যপূর্ণ হৃদ্যতা, কোমল ভালোবাসা ও সুগভীর সম্পর্কের কথার চেয়ে অন্য কোনো কিছুর আলোচনা অধিক আনন্দদায়ক নয়। আল্লাহর জন্য পরস্পরের এই ভালোবাসার কারণেই তাদের সারিগুলো এক, সম্মিলিত, সংযুক্ত, শক্তিশালী, মজবুত ও দৃঢ় থাকে। তাদের বিবিধ স্লোগান ও নামের কারণে নয়; বরং জাহির-বাতিন, গোপন-প্রকাশ্য, ভেতর-বাইর, নাম-অভিধা, মগজ-হাকিকত সর্বক্ষেত্রে সেই সব হৃদয়ের কারণে, যারা সত্যিকার ভালোবাসায় সিক্ত, যাদের ঝরনা নিখাদ মহব্বতে উৎসারিত—কৃত্রিমতা যাকে ঘোলাটে করে না, লৌকিকতা যাকে মলিন করে না, কাঠিন্য যাকে মিশ্রিত করে না; বরং যা উপত্যকার ওপর পানির প্রবাহের মতো স্বচ্ছতা, কোমলতা, নম্রতা ও সহজতা নিয়ে আপন প্রকৃতিতে প্রবাহিত হয়; ফলে তার বিস্তৃত ছায়ায় পরিচিত আত্মাগুলো মিলিত হয়, কাছাকাছি থাকা দেহসমূহের মিলনের চেয়েও বেশি সেগুলো থেকে আগ্রহ ও অনুরাগ জারি হয়, তখন তা সেগুলোকে সৌহার্দ্য, স্বচ্ছতা ও ভ্রাতৃত্ব দিয়ে কাছে টেনে নেয়, যেন তারা দুই দেহে এক আত্মা। দেহ ভিন্ন হয়ে আত্মা এক হওয়াতে কোনো অসুবিধা

নেই; দুর্ভাগ্য হচ্ছে দেহ একসাথে থেকে আত্মাগুলো বিদ্বেষে দূরে দূরে থাকা। প্রথম দল এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত :

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ

'নিশ্চয় আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন, যারা তাঁর পথে লড়াই করে সারিবদ্ধ হয়ে, যেন তারা সীসাঢালা প্রাচীর।'[১]

আর দ্বিতীয় দল এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত :

بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ

'তাদের পারস্পরিক যুদ্ধ প্রচণ্ডই হয়ে থাকে। আপনি তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ মনে করবেন; কিন্তু তাদের অন্তরসমূহ শতধাবিচ্ছিন্ন। এটা এ জন্য যে, তারা এক অজ্ঞ সম্প্রদায়।'[২]

বাহ্যিক আকার ও নিগূঢ় রহস্যের মাঝে কত ব্যবধান!

খবর শোনা ও ঘটনাস্থলে থাকার মাঝে কত তফাত!

লক্ষ করুন! নবিজি ﷺ কীভাবে ইমানি ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ককে সুদৃঢ় করেছেন, তাতে অন্তরসমূহের পারস্পরিক দয়া, অনুরাগ ও ভালোবাসা রাখার মাধ্যমে, যাতে মুসলিমরা হয়েছে এক

---

১. সুরা আস-সাফ, ৬১ : ৪।

২. সুরা আল-হাশর, ৫৯ : ১৪।

দেহের ন্যায়। তিনি বলেছেন :

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى

'পরস্পর ভালোবাসা, দয়া ও অনুগ্রহে মুমিনদের দৃষ্টান্ত হলো একই দেহের মতো। যখন তার এক অঙ্গ অসুস্থ হয়, তখন তার বাকি সব অঙ্গ বিনিদ্রা ও জ্বরের শিকার হয়।'[৩]

তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মুসলিমদের পারস্পরিক খাঁটি ভালোবাসাকে ইমানের মিষ্টতা—হ্যাঁ, ইমানেরও মিষ্টতা আছে—আস্বাদনের কারণ বলেছেন। ইমান এই ভালোবাসার দ্বারা বৃদ্ধি পায় আর এই ভালোবাসা ইমানের দ্বারা বৃদ্ধি পায়। এটি ইমানের খাদ্য আর ইমান এটির খাদ্য। যখনই মুমিনের অন্তরে এই ভালোবাসার খাঁটিত্ব বৃদ্ধি পাবে এবং তার স্বচ্ছতা মজবুত হবে, তখনই তার ইমান বৃদ্ধি পাবে এবং সে তার মিষ্টতা ও স্বাদ পাবে। আর যখন এটা হবে, তখন তার ভাইয়ের ভালোবাসা দ্বিগুণ হয়ে যাবে এবং তা তার অন্তরাত্মা ও রক্তে মিশে যাবে, তখন হৃদ্যতা তাকে ছেয়ে নেবে, তার ভেতরে শান্তি প্রবেশ করবে, সে তার ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ অনুভব করবে। যেমন পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا

৩. সহিহুল বুখারি : ৬০১১, সহিহ মুসলিম : ২৫৮৬।

‘তিনি তোমাদের অন্তরগুলোকে মিলিয়ে দিলেন, ফলে তোমরা তাঁর অনুগ্রহে ভাই ভাই হয়ে গিয়েছ।’[৪]

আনাস বিন মালিক ﷺ রাসুলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন :

ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: مَنْ كَانَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلّٰهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللهُ مِنْهُ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ

‘তিনটি বিষয় যার মধ্যে থাকবে, সে সেগুলোর কারণে ইমানের মিষ্টতা পাবে। (এক.) যার কাছে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল অন্য সবকিছুর চেয়ে বেশি প্রিয় হবে। (দুই.) আর সে কোনো ব্যক্তিকে শুধু আল্লাহর জন্যই ভালোবাসবে (তিন.) এবং আল্লাহ তাকে কুফর থেকে উদ্ধার করার পরে তাতে ফিরে যাওয়াকে সে এমনই অপছন্দ করবে, যেমন আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে অপছন্দ করে।’[৫]

ইমান ও ভালোবাসার সম্পর্ক এবং সম্পর্ক দৃঢ় হওয়ার ক্ষেত্রে একটি অপরটির পরিপূরক হওয়া নবিজি ﷺ-এর নিম্নোক্ত হাদিস থেকেও বোঝা যায় :

---

৪. সুরা আলি ইমরান, ৩ : ১০৩।

৫. সহিহুল বুখারি : ১৬, সহিহু মুসলিম : ৪৩।

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ

'সেই সত্তার শপথ—যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ না তোমরা মুমিন হবে আর তোমরা মুমিন হবে না, যতক্ষণ না তোমরা একে অপরকে ভালোবাসবে। আমি কি তোমাদের এমন একটি বিষয় বলে দেবো না, যা করলে তোমাদের পরস্পর ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে? তোমরা নিজেদের মাঝে সালামের প্রচার-প্রসার ঘটাও।'[৬]

ইমানের অর্জনকে যখন পারস্পরিক ভালোবাসার সাথে সম্পৃক্ত করা হলো, তাহলে বোঝা যায়, পারস্পরিক ভালোবাসার কিছু উপাদান আছে—যেগুলোর মাধ্যমে তা সৃষ্টি করা সম্ভব। তন্মধ্যে একটি হলো, হাদিসে উল্লেখিত সালামের প্রচার-প্রসার, তেমনিভাবে হাদিয়া দেওয়া ইত্যাদি আরও অনেক। সুতরাং মুমিনের শরয়ি কর্তব্য ও দ্বীনি দায়িত্ব হলো, সেই সব শরয়ি উপাদান অর্জনের চেষ্টা করা, যা তার ও তার মুমিন ভাইদের মাঝে সত্যিকারের ভালোবাসা পর্যন্ত পৌঁছার উপায় হবে; যেন সেই ভালোবাসাও আরেকটি পথ হয়, যা ধরে ইমানের পূর্ণতা পর্যন্ত পৌঁছা যাবে, যেটি জান্নাতের দরজা। এটি যেন একটি হার, যার দানাগুলো পাশাপাশি এবং মুক্তাগুলো মিলে মিলে আছে—যেগুলো একটি অপরটির শোভা বর্ধন করে।

---

৬. সহিহু মুসলিম : ৫৪, সুনানু ইবনি মাজাহ : ৬৮।

আল্লাহর রাহের পথিকরা যেহেতু মুসলিম উম্মাহর অগ্রবর্তী দল এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় উম্মাহর চালিকাশক্তি—মুসলিমদের পারস্পরিক সৌহার্দ্য, হৃদ্যতা, ভালোবাসা যেই দ্বীনের অংশ—তাহলে ভালোবাসার বন্ধনগুলো মজবুত করার ও যেকোনো দাগ-কালিমা—যা সেগুলোকে দুর্বল করে দেয়—থেকে সেগুলোকে স্বচ্ছ রাখার এবং ভ্রাতৃত্বের বন্ধনগুলোকে শক্তিশালী রাখার ও তার উপাদানগুলো গ্রহণ করার তারাই সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত ও হকদার; যেন তারা পারস্পরিক দয়া, হৃদ্যতা, ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বে মানুষের আদর্শ হতে পারেন; অন্যথায় তারা কীভাবে মুসলিমদের অন্তরকে তাদের প্রতি আন্তরিক করবে, যখন তারা নিজেরাই নিজেদের মধ্যে আন্তরিকতা সৃষ্টি করতে অক্ষম? আর তাদের কেউ কেউ যদি পারস্পরিক ঘৃণা, বৈরিতা, কলহ, বিরোধের উপাদানগুলো ছড়ায় এবং শত্রুতার দগ্ধকারী আগুনে ফুৎকার দেয়, অজ্ঞতা অথবা দুশ্চরিত্রের কারণে এবং হিংসা-বিদ্বেষ ইত্যাদি ধ্বংসাত্মক ব্যাধিগুলো জাগিয়ে তোলে, তাহলে কী অবস্থা হবে? আল্লাহ আমাদেরকে আশ্রয় দান করুন।

নবিজি ﷺ ভালোবাসার উপস্থিতি ব্যতীত ইমান অর্জনের—সাফল্য ও মুক্তি যার মধ্যে নিহিত—সম্ভাবনাকে না করা থেকে আল্লাহর দ্বীনে ভালোবাসার উচ্চ অবস্থান বুঝে আসে। এ জন্য ইবনে হিব্বান ﷺ এই হাদিসের ওপরে পরিচ্ছেদ লিখেছেন : 'যারা আল্লাহ তাআলার জন্য একে অপরকে ভালোবাসে না, তাদের ইমানকে না করার আলোচনা।' এটি শুধু ভালোবাসা

সৃষ্টির জন্য চেষ্টা না করা ও তার উপাদানগুলো গ্রহণ না করার কারণে আর যে ব্যক্তির কাজগুলো ভালোবাসা শেষ করে দেওয়ার আহ্বান করে আর তা হচ্ছে হিংসা, বিদ্বেষ, কলহ, বিরোধ ও সম্পর্ক-ছিন্নতা সৃষ্টি করা সাধারণভাবে মুসলিমদের মাঝে এবং বিশেষভাবে আল্লাহর রাহের পথিকদের মাঝে, তাহলে তা কেমন হবে?!

وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللهِ عَظِيمٌ

'তারা একে হালকা মনে করে, অথচ তা আল্লাহর কাছে বিরাট কিছু।'[৭]

তার সাথে ইমানের আর কী বাকি থাকবে, যে ইমানই জান্নাতে প্রবেশ ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির মাধ্যম?! এ জন্যই উল্লেখিত হাদিসের একটি বর্ণনার শুরুতে এসেছে :

دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ: الْحَسَدُ، وَالْبَغْضَاءُ، وَالْبَغْضَاءُ: هِيَ الْحَالِقَةُ، لَا أَقُولُ تَحْلِقُ الشَّعْرَ، وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ

'পূর্বেকার উম্মতদের ব্যাধি হিংসা ও বিদ্বেষ তোমাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। আর বিদ্বেষ হলো মুণ্ডনকারী; আমি বলছি না চুলকে মুণ্ডন করে; বরং দ্বীনকে মুণ্ডন করে।'[৮]

---

৭. সুরা আন-নুর, ২৪ : ১৫।

৮. মুসনাদু আহমাদ : ১৪৩০, সুনানুত তিরমিজি : ২৫১০। হাদিসটির সনদে দুর্বলতা আছে।

ইমাম বুখারি আল-আদাবুল মুফরাদে আবু হুরাইরা ﵁-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

وَإِيَّاكُمْ وَالْبُغْضَةَ، فَإِنَّهَا هِيَ الْحَالِقَةُ، لَا أَقُولُ لَكُمْ: تَحْلِقُ الشَّعْرَ، وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ

'তোমরা বিদ্বেষ থেকে বেঁচে থাকো; কারণ তা-ই মুণ্ডনকারী। আমি তোমাদের বলছি না চুলকে মুণ্ডন করে; বরং দ্বীনকে মুণ্ডন করে।'[৯]

আল্লাহর শপথ, এটি মুণ্ডনকারী ও দগ্ধকারী। ক্ষুর যেমন চুলকে উপড়ে ফেলে, তেমনই হিংসা-বিদ্বেষ এই দোষগুলো মানুষের দ্বীনের ওপর আসে, অতঃপর তার কিছুই ছাড়ে না, কিছুই অবশিষ্ট রাখে না; তাকে মিথ্যা, অপবাদ, গিবত, চোগলখুরি, সামনে-পেছনে দোষ বর্ণনা, মুসলিমদের প্রতি খারাপ ধারণা, তাদের ছিদ্রান্বেষণ ও তাদেরকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা ইত্যাদির দিকে ঠেলে দেয়। এই সব ব্যাধি যখন মানুষের অন্তরে দৃঢ়ভাবে বসে যায়, তখন তার আবশ্যিক পরিণতি হয় সম্পর্কচ্ছেদ, ঝগড়া-বিবাদ, অনৈক্য ও বিভেদ; বরং কখনো কখনো রক্তপাত ও সম্পদ লুণ্ঠন পর্যন্ত নিয়ে যায়; তখন সে তার দ্বীন ও তার ভাইদের দ্বীনকে মিটিয়ে দেয়, ইচ্ছাকৃত অথবা অজ্ঞতা, অন্ধত্ব ও কুপ্রবৃত্তির কারণে।

তাহলে আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের প্রাচীর সম্পূর্ণ শরয়িভাবে সীসাঢালা হবে না, তাদের সারি সম্মিলিত হবে না, যতক্ষণ না

---

৯. আল-আদাবুল মুফরাদ : ২৬০।